মস্তুদে'র দুঃসাহসিক ছবি—
অভিশপ্ত
চম্বল

মঞ্জু দে প্রোডাকসনস্ এর নিবেদন

অভিশপ্ত চম্বল

কাহিনী :

তরুণ কুমার ভাদুড়ী

★ রূপায়ণে ★

প্রদীপ কুমার, মঞ্জু দে, শেখর চ্যাটার্জী, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, রবীন ব্যানার্জী, নবকুমার দাস, কাশীনাথ সাউ, জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, পলাশ দাস, কমল দত্ত, সুনীলেশ ভট্টাচার্য্য, পঙ্কজ চ্যাটার্জী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, বলাই মুখার্জী, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, অশোক চ্যাটার্জী, গোপেন মুখার্জী, গোপাল সিংহ রায়, সরযূ দেবী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সাধনা রায় চৌধুরী, গীতা দে, সীতা মুখার্জী, মধুমতী (বোম্বে), শিশির বটব্যাল, দিলীপ মিত্র, জহর রায়, নৃপতি চ্যাটার্জি, অমূল্য সান্যাল, শঙ্কর গাঙ্গুলী, জীতেন ভট্টাচার্য্য, ভক্তি মুখার্জী, ধীরাজ দাস, শক্তি মুখার্জী, শ্যাম লাহা, অজিত চ্যাটার্জি, সুশীল দাস, সাধন সেনগুপ্ত, তরুন সেনগুপ্ত, কার্ত্তিক ভট্টাচার্য্য, মণি শ্রীমাণি, শিব শঙ্কর, প্রণব, ডাবু, অনিল, অঞ্জন, সমীর, গোকন, স্বপন, অশোক, অমর, অনিতা, উষাদেবী, মণিকা, মাষ্টার গোপাল ও আরোও অনেকে

প্রধান সম্পাদক—অধেন্দু চ্যাটার্জী : সম্পাদক—বিপ্লব রায় চৌধুরী : চিত্র গ্রহণ—রামানন্দ সেনগুপ্ত : সহকারী—পিন্টু দাসগুপ্ত, শঙ্কর গুহ, কানাই দাস, কেষ্ট মণ্ডল : শব্দগ্রহণ—বাণী দত্ত, শিশির চ্যাটার্জি, অবনী চ্যাটার্জি, অতুল চ্যাটার্জি : সহকারী—ঋষি ব্যানার্জি, জগৎ দাস : সঙ্গীত গ্রহণ—কৌশিক (বোম্বে) : আবহ সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা—সত্যেন চ্যাটার্জী : সহকারী—বলরাম বারুই : শিল্প নির্দেশনা—রবি চ্যাটার্জি সহকারী—সোমনাথ চক্রবর্ত্তী

দৃশ্য অঙ্কন :	রাম চন্দ্র সিন্ধে	স্থির চিত্র :	ভূপেন্দ্র কুমার সান্যাল
রূপ সজ্জা :	মনতোষ রায়, গৌর দাস	প্রচার সচিব :	ভবানী রায়
সহকারী :	অক্ষয় দাস	সহকারী :	মানিক দাস
সাজ-সজ্জা :	শের আলি	পরিচয়লিপি ও	
আলোক সম্পাত :	হরেন গাঙ্গুলী, অভিমন্যু দাস, সুধীর সরকার, হেমন্ত, মনোরঞ্জন	প্রচারচিত্র :	লা-সিন্-টিলা
		ব্যবস্থাপনায় :	নিতাই সরকার
		সহকারী :	চক্রধর মহাপাত্র, কেষ্ট দে

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও প্রাইভেট লিঃ ও ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

এবং

মোহিনী তরফদারের তত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

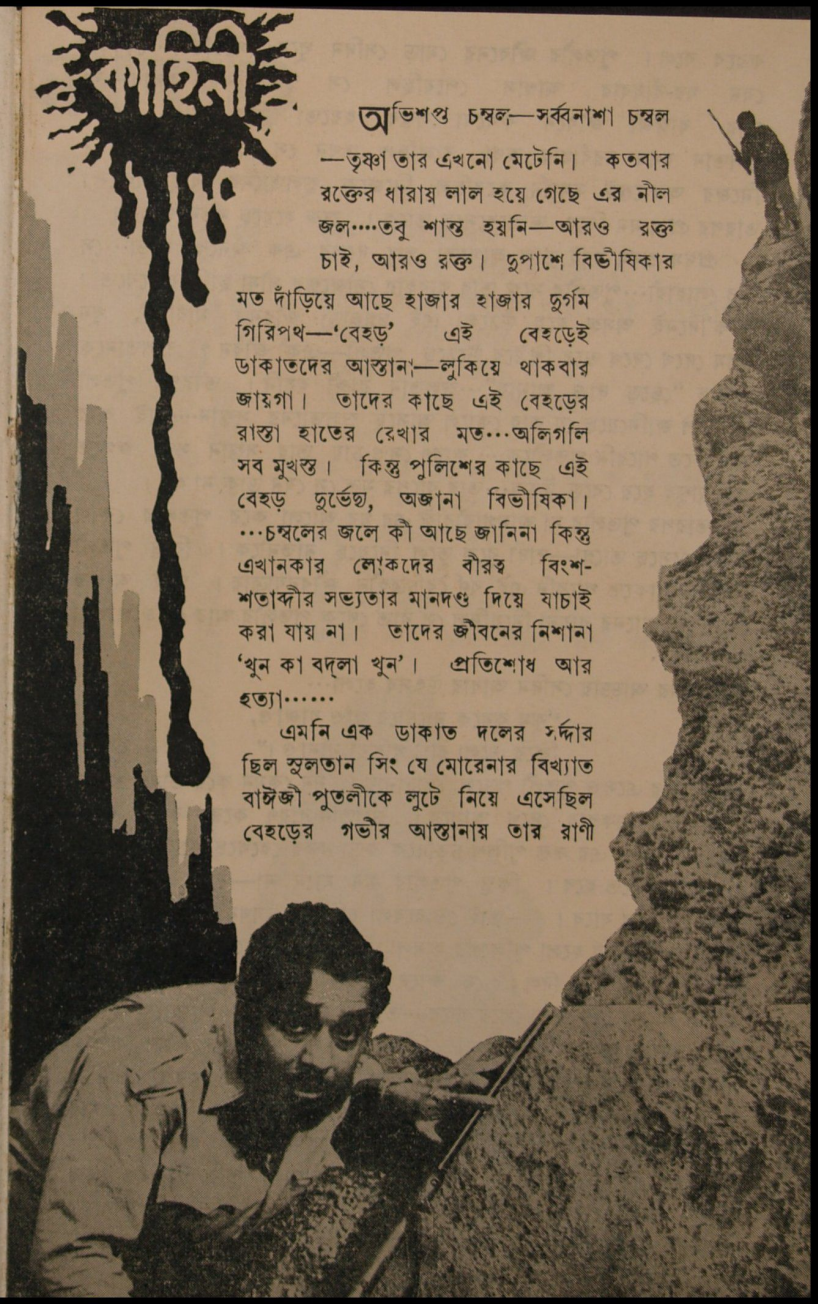

কাহিনী

অভিশপ্ত চম্বল—সর্ব্বনাশা চম্বল—তৃষ্ণা তার এখনো মেটেনি। কতবার রক্তের ধারায় লাল হয়ে গেছে এর নীল জল....তবু শান্ত হয়নি—আরও রক্ত চাই, আরও রক্ত। দুপাশে বিভীষিকার মত দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার দুর্গম গিরিপথ—'বেহড়' এই বেহড়েই ডাকাতদের আস্তানা—লুকিয়ে থাকবার জায়গা। তাদের কাছে এই বেহড়ের রাস্তা হাতের রেখার মত...অলিগলি সব মুখস্ত। কিন্তু পুলিশের কাছে এই বেহড় দুর্ভেদ্য, অজানা বিভীষিকা। ...চম্বলের জলে কী আছে জানিনা কিন্তু এখানকার লোকদের বীরত্ব বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতার মানদণ্ড দিয়ে যাচাই করা যায় না। তাদের জীবনের নিশানা 'খুন কা বদ্‌লা খুন'। প্রতিশোধ আর হত্যা.....

এমনি এক ডাকাত দলের সর্দ্দার ছিল সুলতান সিং যে মোরেনার বিখ্যাত বাঈজী পুতলীকে লুটে নিয়ে এসেছিল বেহড়ের গভীর আস্তানায় তার রাণী

করবে বলে। পুতলীর জীবনের মোড় সেদিন ঘুরে গিয়েছিল···কোথায় যেন ঘর-বাঁধবার আশ্বাস পেয়েছিল সে সুলতানের কথায়—যা তার বাঈজী জীবনে কখনো সম্ভব হয়তো ছিল না। তাই সুলতান যখন ঘরবাঁধার কথা বলেছিল তখন সে এড়াতে পারেনি··· নিজের অজান্তেই সমর্পন করেছিল নিজেকে সুলতানের বাহুর-বন্ধনে। তারপর প্রাণ মন দিয়ে ভালবেসেছে তাকে। সুরু হয়েছে নতুন জীবন।

প্রথম প্রথম সবই ভাল লাগতো শুধু দলের এক জনকে ছাড়া···সে বাবু লোহারী···পুতলীর সঙ্গে তার ব্যবহার সৌজন্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতো। ····ক'দিনেই অসহ্য হয়ে উঠলো এই ছন্নছাড়া জীবন। মারপিট, খুন জখম দেখে দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছে পুতলী—একী জীবন? সুলতানকে বলেছে "ছেড়ে দাও আমায়"···সুলতান রাজী হয়নি। তারপর পুতলী চুপি-চুপি জানিয়েছে যে তার কোলে আসছে সুলতানের সন্তান····তাই আর আটকাতে পারেনি পুতলীকে···· কারণ সেও চায় তার সন্তান সভ্য জগতে সুস্থ মানুষ হয়ে বেড়ে উঠুক···তার বাপের মত সে যেন ডাকু না হয়।

তারপর পুতলীর মা আসগারীবাঈ এর ঘর আলো করে পুতলীর কোল জুড়ে এসেছে তান্নো—দাদী বুকে তুলে নিয়েছে নাতনীকে। কিন্তু পুতলী বেশীদিন থাকতে পারেনি এই বর্ণ বৈচিত্রহীন জীবনযাত্রায়। তাই আবার যেদিন সে গানের বায়না নিয়েছিল সে রাত থেকে পুতলীর আর খোঁজ পাওয়া যায় নি।···

সুলতানের আড্ডায় সেদিন আবার উৎসব হলো···

"ঝুম ঝুমকে নাচোরে গাও বাজাও,
ফিরে এলো রাণী খুশিয়া মানাও।"

কিন্তু ফিরে এসেও পুতলী পড়লো দোটানায়। মন কেমন করে ভীষণ তন্নোর জন্য···ভাবে একবার দেখে আসবে। সুলতান বারণ করে···কারণ দস্যু-সম্রাট মানসিং এর জন্য পুলিশ চতুর্দিকে কড়া নজর রেখেছে···চলাফেরা খুব সাবধানে করতে হবে। কিন্তু পুতলীর মন মানে না—ভাবে সুলতানকে লুকিয়েই চলে যাবে। —তাই ভোরবেলা চুপিসারে যখন পুতলী বেরিয়ে এলো সেই মুহূর্ত্তে হলো পুলিশের হামলা। পুতলী লুকিয়ে থেকে শেষকালে পুলিশের হাতে ধরা দিল। সে জানে তার বিরুদ্ধে কী প্রমাণ আছে? ক'দিন বাদেই তো ছাড়া পেয়ে যাবে····তারপর একবার শুধু তান্নোকে দেখেই ফিরে আসবে সুলতানের কাছে। কিন্তু কোনটাই তার মনের মত ঘটেনি ····বেহেড়ের অভিশাপ সুরু হয়ে গিয়েছিল তার জীবনের ওপর। ওদিকে সুলতান করলো তাকে সন্দেহ···বাবু লোহারীর প্ররোচনায়—তারই প্রমাণ দিতে তাকে খুন করতে হলো একটা নিরীহ বৃদ্ধকে—সে বাগী হলো।

কিন্তু চম্বলের অভিশাপ যাকে একবার ছুঁয়েছে তার বোধহয় আর রেহাই নেই—পুতলীও পায়নি রেহাই। তার এই অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী পুলিশের রেকর্ডে হয়তো লেখা থাকবে হীন নৃশংসতার কাহিনী বলে কিন্তু সত্যিই কি তাই ??····

সংগীত

(১)

কেন ডাকো ইসারায়
চোরী চোরী সাঁবরিয়া॥
লুকিয়ে থাকো কখনও ধরে রেখে চুনরিয়া।
পানীয়া ভরণে যেতে
সামনে দাঁড়াও এসে,
ছেড়ে দাও পায়ে পড়ি শ্যাম
বোলনা যাউঁ ক্যায়সে?
হঠ্ যাওরে কান্হা মেরো না ও নজরিয়া॥
কখনো আধিরাতে
শুনি যে মূরলী বাজে
থর থর কেঁপে উঠি
মরি যে ভয়ে লাজে।
উদাসী মনে ছেয়ে আসে কারী বদরিয়া॥

আচ্ছা বলতো, বড় হয়ে তুমি কী হবে খোকা ?
ডাক্ হবে কী দারোগা হবে
নাকি থেকে যাবে এমনি বোকা ?
হায় রাম হায় রাম বোকা।
বোকা ? বড় হয়ে হবো রাজা মানসিং !
আমি গরীবের মাবাপ হবো
বেইমানদের মওত হাকিম।
সাবাস্ ! তুমি হতে চাও রাজা মানসিং !
হিম্মত বড় ভারী
তোমায় দাওত দেবে তখন গোলী যে সরকারী !
আরে বন্ধ করে রাখো
তুমি গিয়ে নিজেরই দরওয়াজা
গোলীতে মরেনা সে যে মানসিং রাজা।
জয় জয় হো মানসিং রাজা ।।
আরে যা—ছোট মুখে যত বড় বড় বুলি
গাধা কখনও কি হবে ঘোড়া
ঝুটা হয় কী হরিনামের ঝুলি ।।
দেখে নিও আমি হবো ঘোড়াই
রাজা মানসিংএর দোয়া পেলে
করবো কিছু পরওয়া খোড়াই ।।
সত্যিকরে বলো দেখি নাহয় তুমি জিতে গেলে
এত ছোট কলিজাতে তুমি
তাকৎ কোথায় পেলে ?
আমায় এত তাকত দিল মানসিং রাজা
বাড়ায় যে হাত দোস্তকে
আর দুশমন কে দেয় সাজা।
জয় জয় হো মানসিং রাজা ।।

ঝুম ঝুমকে নাচোরে গাও বাজাও
ফিরে এলো রাণী খুসিয়া মানাও ।।
ছিল এক লড়কী সে যে নাচে গানে মর্জ্জিনা
তাকে দেখে যে বাগী সুলতান হলো দিওয়ানা ।।
নাচেরই তালে তালে বোলতো যে ঘুঙরু তার
ছম্‌ছমাছম্ ।।
একদিন সুলতান লুটেরা সেই
লেড়কীকে লুটে নিল,
ভালবেসে যে তাকে দিলকী রাণী বানালো।
তবু সে গেল ফিরে ভুলে যে তারই
পেয়ার কী কসম।
একদিন পুতলীর কাছে
সুলতান গেল আধিরাতে,
পুতলী শুনালো তাকে নাচবে সে ফির জলসাতে
সুলতান বল্লো পুতলীকে লুটে নিয়ে যাবো ফির
জনম জনম্ ।।
হলো বাগীদের পুতলী যে রাণী
শুনে রাখো সব আসলা কাহানী ।।

সাঁইয়া
যারে যা যারে যা যারে যা।
পেয়ার করেছি মরেছি
জানিনাতো কি করেছি
আগে বুঝিনি তাই পেয়েছি এ সাজা ।।
চাহে মানো না মানো
আমি মেনেছি
শুধু ছলনা ইয়ে প্রেমে
আমি জেনেছি
কেয়া মিলা ইয়ে বাতা না সতা ।।
তবু তারেই আমি ভাল বেসেছি
দাগাবাজ জেনে ফিরে এসেছি।
দুর র‍্যাহতে হো তো ফির
কাছে ডেকোনা
পাস আয়ে তো এতো
দুরে থেকো না
যারে যা, ফির না আ বালমা ।।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীডি, পি, মিশ্র, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

শ্রীসুকুল, আই, জি, মধ্যপ্রদেশ

শ্রীআর, এন, নাগু, ডি, আই, জি, ভূপাল

শ্রীপি, সি, রে, ডি, আই, জি, গোয়ালিয়র

অনিমা মল্লিক, শ্রীপ্রণব কুমার মল্লিক, মণ্টু দত্ত, লেঃ কর্ণেল বি, এন, বাসু, মেজর পি, সি, লাহিড়ী, ডাঃ উমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ চিত্ত মুখার্জী, দুবে, শ্রীশান্তি গুহ, শ্যামাশ্রী টকিজ হাওড়া।

এবং

স্বর্গত নীতিন ব্যানার্জী

যার স্মৃতি এই ছবির প্রতিটি মূহূর্ত্তে জড়িয়ে আছে।

পরিবেশনা উপদেষ্টা—মানিক রায় : নৃত্য পরিচালক—নৃত্যরাজ হীরালাল
প্রধান কর্ম্মসচিব—প্রভাত দাস : সহযোগী পরিচালক—ভবেন দাস
সহকারী পরিচালক—রঞ্জন মজুমদার, সমর মুখার্জ্জী, নবকুমার দাস

নেপথ্য সঙ্গীত—

আশা ভোঁসলে
মান্না দে
মৃণাল চক্রবর্ত্তী
আরতি সেন

গীত রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনা—সুধীন দাশগুপ্ত
প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—
মঞ্জু দে
পরিবেশনা—সুভোগা ডিষ্ট্রীবিউটারস্
৩নং সাকলাৎ প্লেস, কলিকাতা

পরিচালনা—ভবেন দাস

শ্রেষ্ঠাংশে—সত্য ব্যানার্জি, সমীর মজুমদার, লতিকা দাসগুপ্তা এবং ইঙ্গিতের আর সকলে।

পরিবেশনা—সুভোগা ডিষ্ট্রিবিউটারস্
মঞ্জু দে প্রোডাকসন্স কর্তৃক প্রকাশিত, নাসিন্টিলা কর্তৃক অলঙ্কৃত ও জুবিলী প্রেস,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।